সুইডেনে পবিত্র কোরআন অবমাননার বিরুদ্ধে জীবননগরে বিক্ষোভ

সুইডেনে পবিত্র কোরআন অবমাননার বিরুদ্ধে জীবননগরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সাধারণ মুসল্লিদের এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। জীবননগরে বিক্ষোভ মিছিল ও বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ করা হয়।

এতে বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর মেয়র মো. রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা সাজেদুর রহমান, জামায়াত নেতা মাওলানা ইসরাইল হোসেন, পৌর আমির মাওলানা ফিরোজ হোসেন, জামায়াত নেতা নুর ইসলাম চৌধুরী, জীবননগর বাসস্টান্ড মসজিদের ইমাম ওলিউর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে বক্তরা বলেন, সকল অপরাধের বিচার হওয়া উচিত। আমরা চাই সুইডেনে কোরআন অবমাননার বিচার হোক। আমার বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে সুইডেনের কোরআন অবমাননার ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দাবি, তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। তারা মুসলমানদের কাছে ক্ষমা চাইবে।

আলমডাঙ্গার জাহাপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার জাহাপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শামিম হোসেন (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে এঘটনা ঘটে।

নিহত শামিম হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জাহাপুর গ্রামের মুন্সিপাড়ার সোনা মিয়ার ছেলে।

পারিবারের সদস্যরা জানান, শামিম হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক কাজ চলছিল। জুম্মার নামাজ শেষে শামিম বাড়িতে ঢুকে উঠানে পড়ে থাকা তার সরানোর সময় (বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায়) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত শামিমকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, পরিক্ষা-নিরিক্ষার পর শামিমকে মৃত ঘোষনা করা হয়। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ী কামালের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান সিলনের পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা কামাল হোসেনের মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন মকলেছুর রহমান সিলন।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমি মকলেছুর রহমান সিলন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। গত আড়াই মাস যাবৎ জেহালা ইউনিয়ন জুড়ে মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে অনেক মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী গ্রেপ্তার হয়। যে কারণে এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও একাধিক মামলার আসামী গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে কামাল হোসেন আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়। সে আমাকে

সামাজিক ভাবে হেউপ্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে। আমি তাকে কখনো হয়রাণী করিনি। কামাল একজন মাদক বিক্রেতা, সেকারণেই পুলিশ তাকে আটক করার জন্য খুঁজতে পারে। সে দীর্ঘদিন ইউনিয়ন জুড়ে মাদক ব্যবসা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে

একাধিক মাদক ও হত্যা মামলা রয়েছে। আমি মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়, মাদক ব্যবসায়ী কামাল অন্য মাদক ব্যবসায়ীদের সংগঠিত করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জেহালা ইউনিয়ন থেকে চিন্হিত মাদক ব্যবসায়ী কামালসহ অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার সহ কঠোর আইনী পদক্ষেপ নিতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গার বড়-গাংনী বসতবাড়িতে আগুন: মামলা তুলতে প্রাণ নাশের হুমকি

আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়-গাংনী শত্রুতার জেরে বসতবাড়িতে আগুন দেবার ঘটনা ঘটেছে। এতে ভুক্তভোগী আনোয়ার হোসেনের প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ভস্কিভুত হয়ে গেছে।

এঘটনায় ৩ জনের নাম উল্লেখ করে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ ও চুয়াডাঙ্গা কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। মামলা ও অভিযোগ তুলে নিতে ভুক্তভোগী আনোয়ারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন।

জানাগেছে, উপজেলার বড়-গাংনী গ্রামের মৃত জি মন্ডলের ছেলে আনোয়ার হোসেন। দীর্ঘদিন পৈত্রিক জমি নিয়ে একই গ্রামের মিজানুর রহমান ওরফে বাবু, খাইরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী হালিমা খাতুনের সাথে বিরোধ চলে আসছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা আনোয়ার হোসেনের বসতবাড়ির জমি জোরপূর্বক দখল নেবার চেস্টা করে। এনিয়ে স্থানীয়

ইউপি চেয়ারম্যানসহ দফায়-দফায় সালিশ বৈঠকও হয়েছে।

তবুও মিজানুর ও খাইরুল বিভিন্ন ভাবে আনোয়ারকে হুমকি দিতে থাকে। একপর্যায়ে আনোয়ার আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগে ক্ষিপ্ত হয়ে ২৫শে জুন মধ্যরাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান প্রতিবেশিরা দেখতে পেয়ে চিৎকার দিলে স্থানীয়রা দীর্ঘ সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকান্ডে পালিত ২৫ টি মুরগিসহ প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে যায়।

এঘটনায় আবারো থানায় ও কোর্টে মামলা দায়ের করে আনোয়ার। ওই মামলা তুলতে আবারো প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে বাবু, খাইরুল ও তার স্ত্রী হালিমা।

দামুড়হুদায় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা উদ্বোধন

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন শফিউল আলম, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ এখলাস

উদ্দিন সুজন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোখলেছুর রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

উদ্বোধনী দিনে সাবেক চ্যাম্পিয়ন জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় রেফারি দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সুবাস চন্দ্র, ইউসুফ আলী ও শহিদ আজম সদু। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন শামীম খাঁন ও মোস্তাফিজুর রহমান।

নির্ধারিত সময়ে কোন গোল না হওয়ায় ট্রাইবেকারে জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ ২-১ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে।

পবিত্র কোরআন অবমাননা করায় দামুড়হুদায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিক্ষোভ

সুইডেনে মহাপবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন অবমাননা করার প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা নামক স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা।

আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পরে একই স্থানে ফিরে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ করে ধর্মপ্রাণ হাজারো মুসলিম।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের সর্বস্তরের মুসলিম তৌহিদী জনতার আয়োজনে “এক হও মুসলিম বিশ্ব এক হও” স্লোগানে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের স্কুল বৈটতলা থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বার করে

বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা। বিক্ষোভ মিছিলটি শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিশ্বের শতকোটি মানুষের (ইসলাম ধর্মের) পবিত্রগ্রন্থ আল কোরআন কে অবমাননা করা সুইডেনের ইহুদিদের মানসিক রোগ। সুইডেন সহ বিভিন্ন ইহুদি সম্প্রদায়ের কারণেই আজকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করার প্রবনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পুরো বিশ্বব্যাপী অশান্তি ছড়াচ্ছে ও ধর্মীয় সম্প্রতি নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে নিকৃষ্ট গোষ্ঠীরা। আর আজকে তারই ধারাবাহিকতায় সুইডেনে প্রকাশ্যে পবিত্র আল কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। সেই সাথে সকল মুসলিম কে সুইডেনের পণ্য বর্জনের আহ্বান করেন বক্তারা।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাঃ নাজনীন সুলতানা, আলমডাঙ্গা থানা এস আই আমিনুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, মিনাজ উদ্দিন, সোহানুর রহমান, হাসানুজ্জামান সরোয়ার, মুন্সি এমদাদুল হক, নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য দোলন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল, আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামীম রেজা, সিদ্দিকীয়া আলিম মাদ্রাসার ক্রীড়া শিক্ষক মহসিন কামাল, ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম, মিজানুল হক, সোহাগ আলী, মামুনুর রশিদ মন্ডল ও আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। আগামী ১০ ই জুলাই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিটিম মাঠে দুপুর ২:৩০ মিনিটের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক / বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২শ গ্রাম গাঁজাসহ নান্দবার গ্রামের আবু বক্করকে আটক করেছে। গতকাল নান্দবার ভিটাপাড়ার বিল্লাল মোড় থেকে তাকে মাদক থেকে আটক করা হয়।

জানাগেছে, উপজেলার নান্দবার গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে আবু বক্কর(৩৭) দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে। বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শহিদুল ইসলাম ও এএসআই বাদশা আলমগীর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নান্দবার গ্রামে অভিযান চালায়।

এসময় আবু বক্কর পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে

তাকে আটক করে। আটকের পর তার নিকট থেকে ২শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এবিষয়ে আবু বক্করের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট বিতরণ

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য” প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আয়োজনে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের এ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১শ ১১টি ট্যাবলেট বিতরন করা হয়।

ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে বছরের প্রথম দিনে যেমন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, তেমনই বিনামূল্যে ট্যাব বিতরণের কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। পর্যায় ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের

দায়িত্ব নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারি কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তা মফিজুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যাক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকসহ ৫৬টি শিক্ষা মেধাবী শিক্ষার্থী।

হাসেম রেজার বিরুদ্ধে দর্শনায় মানববন্ধন

প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে জনগনের উপস্থিতিতে সাংবাদিকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা সহ চাঁদাবাজি মামলাবাজ ঘরবাড়ি লুণ্ঠন জোর করে জমি জায়গা দখল সহ অসংখ্য মানুষকে মেরে আহত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের জনগণ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন করেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের জনগণ।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ.লীগের সহ-সভাপতি কাফিউদ্দিন টুটুল, সাংবাদিক শিমুল রেজা, মাসুদ রানা, কফিল উদ্দিন,তারা বলেস, হাসেম রেজা নব্য আ’লীগের তার পরিবারের লোকজন এখনো জামাতপন্থী। তিনি রাতারাতি অবৈধ অর্থ মালিক হয়ে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃস্টি মাধ্যমে নিরীহ জনগণের উপর হামলা মামলা করে চলেছেন। আমাদের দেয়ালে পিঠ গেছে।হাসেম রেজাকে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেফতার করা না হবে আমাদের এই আন্দোলন চলতে থাকবে। পুলিশের

ভূমিকা রহস্যজনক।

পুলিশের সামনে হাসেম রেজা সাংবাদিক শিমুল রেজার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেস্টা করলেও পুলিশ কোন ভূমিকা রাখে নাই। আমরা বারবার মামলা করতে গেলে মামলা গ্রহণ না করে বিভিন্ন তালবাহানা করেই চলেছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের গ্রামের দুইজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে। স্থানীয় সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ এমপি মহোদয় মামলা গ্রহণের কথা বললেও রহস্যজনক কারণে মামলা গ্রহণ করছে না। পুলিশ যদি মামলা গ্রহন না করে আমরা এসপি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্ম ঘাটে যাব। অতিদ্রুত মামলা গ্রহন করে হাসেম রেজা গ্রেফতারে দাবি জানাচ্ছি।

সাংবাদিক শিমুল রেজার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান আমরা দুই বন্ধু কার্পাসডাঙ্গা বাজারে বসে ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাশেম রেজা ও তার দুই ছেলে সৈকত (২১) ও শুভ (২২), মোক্তারপুরের আকরাম (২৮), কার্পাসডাঙ্গার মধু (৪২) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ২/৩ জনকে সাথে নিয়ে প্রাইভেটযোগে হাজির হয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করেন। একপর্যায়ে আমাকে জোরপূর্বক টেনে হেঁচড়ে প্রাইভেটে তুলে নেয় এবং একটি সারের গোডাউনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে আটকে রাখে। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য সংবাদ প্রকাশের জের ধরে হাশেম রেজা সম্প্রতি শিমুল রেজা নামের এক সাংবাদিককে কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করে প্রাইভেটযোগে তুলে নেয় এবং একটি পরিত্যক্ত সারের গোডাউনে নিয়ে হাত-পা বেঁধে শারীরিক নির্যাতন চালান সাংবাদিক শিমুল রেজা উপর।

অপহরণের বিষয়টি পুলিশকে জানালে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধারের করেন। আওয়ামী লীগ নেতা হাশেম রেজা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের সামনেই সাংবাদিক শিমুল রেজাকে চড়-থাপ্পড় মারেন এবং মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। পুলিশের সামনেই সাংবাদিকের মাথায় পিস্তল ঠেকানোর ঘটনায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন পুলিশ কর্মকর্তা দর্শনা থানার পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন ও এসআই টিপু সুলতান। তিনি হাশেম রেজাকে মাথা গরম করতে নিষেধ করেন।

এবিষয়ে হাসেম রেজা জানান, অপহরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদের উভয়

পক্ষের মামলাগুলো মিমাংসা করার জন্য কার্পাসডাঙ্গা বাজার থেকে আমার গাড়িতে করে কুড়ালগাছি বাজারে নিয়ে আসি। এলাকার মানুষদের সাথে নিয়ে মীমাংসা করার কথা ছিল কিন্তু কে/বা কারা শিমুলকে অপহরন করা হয়েছে মিথ্যা গুজব ছড়াতে থাকে। পুলিশ এসে শিমুলকে রাস্তার পাশে বসা অবস্থা পায়। পরে শিমুল তার দাদার সাথে বাড়িতে চলে যায়।